সংবাদ

তারিখ ... 14 FEB. 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... 2 ......

মেম্বারের পুকুর খননে হুমকিতে সাইক্লোন শেল্টার কাম স্কুল

প্রতিনিধি, আমতলী (বরগুনা)

সৌদি রাজ পরিবারের অর্থায়নে বরগুনার আমতলী উপজেলার সদর ইউনিয়নের মরিচবুনিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংলগ্ন সাইক্লোন সেল্টার কাম স্কুল ভবন নির্মাণ করা হয়। দ্বি-তল এ ভবনের লাগোয়া স্কুল ব্যবস্থপনা কমিটির সভাপতি ও ইউপি সদস্য মোতালেব মুন্সী বড় ধরনের পুকুর কেটেছে। রাস্তা ও ভবন সংলগ্ন পুকুর কাটায় বিদ্যালয়ের শিক্ষর্থীরা ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে।

জানা গেছে, সৌদিরাজ পরিবারে অর্থায়নে 'ফায়েল খায়েল' দাতা সংস্থার মাধ্যমে সমুদ্র উপকূলীয় মানুষকে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের হাত থেকে রক্ষায় আশ্রয়কেন্দ্র ও গ্রামীণ জনপদের শিশু-কিশোরদের মধ্যে শিক্ষার আলোকবর্তিকা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য দ্বি-তল সাইক্লোন সেল্টার কাম স্কুল ভবন নির্মাণ করে দিয়েছে। উপকূলের আমতলী উপজেলার ৯টি ভবন নির্মাণ করেছে। প্রতিটি ভবনে ব্যায় হয় ২ কোটি টাকা। গত ১২ জানুয়ারি এ ভবনগুলো সৌদি রাজ পরিবারের প্রতিনিধিরা আনুষ্ঠানিকভাবে চাবি হস্তান্তর করে দিয়েছেন। মরিচবুনিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনটি তার মধ্যে একটি। এ ভবনের লাগোয়া বড় ধরনের পুকুর কেটেছে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও ইউপি সদস্য মোতালেব মুন্সী। এ ভবনের পাশে পুকুর খনন করায় ওই বিদ্যালয়ের দেড় শতাধিক শিশু ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

শনিবার সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, দ্বি-তল ভবন থেকে মাত্র ১৫ ফুট দুরত্বে দৈর্ঘ্য ২শ' ফুট, প্রস্থ ১শ' ফুট এবং ৩০ ফুট গভীর করে মাটি কেটে পুকুর তৈরি করেছে। স্থানীয় লোকজনরা জানান পুকুর কেটে মাটি অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছে। ওই জমির অংশিদার কামাল মুন্সি জানান, মসজিদের নামাজিদের সুবিধার্থে হালকা পুকুর কেটেছি। আমতলী ফায়েল খায়ের গ্রুপের প্রকৌশলী মাসুদ মিয়া জানান ভবনের চারদিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর জন্য তাদের কাছে জমি চেয়ে ছিলাম কিন্তু তারা দিতে অস্বীকার করেছে।

অভিভাবকরা অভিযোগ করেন, রাস্তা ও স্কুল সংলগ্ন পুকুর কাটায় কোলমতি শিশুদের বিদ্যালয় আসা যাওয়াতে তাদের জীবন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। নাম প্রকাশে অনেচ্ছুক এক অভিভাবক বলেন বড় ধরনের পুকুর কাটায় ছোট ছোট বাচ্ছাদের স্কুলে লেখাপড়া বন্ধ করা ছাড়া কোন উপায় নেই।

আমতলী উপজেলা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা অফিসার জাহিদ হোসেন জানান আমরা কোন অভিযোগ পাইনি। তবে বিষয়টি শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। স্কুল ম্যানেজিং কমিটি'র সভাপতি ও পুকুর মালিক মোতালেব মুন্সি বলেন শিশুদের কোন সমস্যা হবে না। পুকুরের চারিদিকে বেড়া দেয়া হবে। এ ব্যাপারে আমতলী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. মিজানুর রহমান জানান ঘটনা তদন্তের জন্য উপজেলা প্রকৌশলী ও প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হবে।